১৬-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হয়ে যাবে , অমৃতবেলার সময় হল খুব ভালো সময় "

প্রশ্ন : আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর : আজ্ঞাকারী বাচ্চারা - উঁচু থেকে উঁচু বাবার মহাবাক্য গুলি শিরোধার্য করে রাখবে অর্থাৎ নিজের জীবনে ধারণ করবে । তাদের চলন হবে খুবই রয়্যাল । তারা হবে খুবই ধৈর্যশীল । বিশ্বের মালিক হওয়ার গুপ্ত নেশা থাকবে। আজ্ঞাকারী বাচ্চারা এমন কোনো কাজ করবে না, যার দ্বারা বাপদাদার ইনসাল্ট হয় । ইনসাল্ট বা অবজ্ঞা করে যে বাচ্চারা তারা অনেক ডিসসার্ভিস করে। আজ্ঞাকারী বাচ্চারা সর্বদা ফলো ফাদার করে , কখনও উল্টো কাজ করে না।

গান : ছোড় ভি দে আকাশ সিহাসন, ইস ধরতি পর অব আ যা রে.....
(ছেড়ে দাও এবার আকাশের সিংহাসন....)

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গানের দুটো লাইন শুনল। এখন বাচ্চারা এর অর্থ তো বুঝেই গেছে যে বাবা এখানে আছেন। বাবা বসে রাইট কথা বোঝাচ্ছেন কেননা প্রতিটি কথা মানুষ যা বলে জ্ঞানের বিষয়ে বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের বিষয়ে সেসব কথা হল ভুল। এবারে গানের কথাগুলো শুনলে - ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন ... কিন্তু আকাশ সিংহাসন হল কি , সেটা কেউ জানেনা । পতিত-পাবনকে তো আসতেই হয় । কেউ বলে ভগবান নেই। কেউ বলে সবই হল ভগবান । আসবে কেন ? এই কথাতো তোমরা জেনেছো যে ভগবান এসেছেন তাই ভক্তিমার্গের গান ইত্যাদি আর শুনতে ভাল লাগেনা। পতিত-পাবন এসে নিজের পরিচয় দিয়ে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন । বাকি দুনিয়ায় এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা। এখানেও বিভিন্ন মতের মানুষ আছে। তারা বলে মানুষ পবিত্র হবে এইরকম হতে পারেনা। তাও যতক্ষণ না ভগবান আসছেন ততক্ষণ কেউ পবিত্র হবে কিভাবে । পরমাত্মাই এসে শিক্ষা দেন আর প্রলোভন দেন যে এই পড়াশোনায় প্রাপ্তি হল বিশাল । তোমরা জানো যে বাবা বলেন - আমার হয়ে শ্রীমতে না চললে সাজা খেতে হবে। যেমন পিতা আপন সন্তানের চলন ঠিক না থাকলে চড় লাগায় , এই বাবা মারেননা । শুধু বুঝিয়ে দেন রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা লিখেও হেরেছ । মানুষের এইকথা জানা নেই যে পবিত্র হওয়ার প্রাপ্তি কি ? পতিত কাদের বলে ? বাবা বলেন যে বিকারে ইনভল্ভ (লিপ্ত হয়ে পড়ে) হয় তাকেই পতিত বলে। *মানুষ ভাবে বিকারের ত্যাগ হল ইম্পসিবল । বলো , দেবী-দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী । চিত্র দেখান উচিত। এইরকম নির্বিকারী দুনিয়া ছিল তাইনা । পবিত্রতা ছিল তাই ভারত সাহুকার বা ধন-সম্পন্ন ছিল , শিবালয় ছিল। মানুষের এই চিন্তা হয় যে বিকার বিনে দুনিয়ার বৃদ্ধি হবে কি করে ? আরে সরকার হয়রান হয়ে যাচ্ছে যাতে জনসংখ্যা কমে তবুও প্রতি বছর মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কম হওয়া তো খুব মুশকিল । এখানে বেহদের বাবা বলছেন যদি তোমরা পবিত্র হবে তবে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব আমি। আমদানি খুবই বিশাল । বাচ্চারা জানে বরাবর মায়াজিত হলেই আমরা জগৎজিত হব। রাবণকে হারিয়ে রামরাজ্য প্রাপ্ত

করব। সেখানে এই বিকার হয়না। তাদের তোমরা হারিয়েছ যে। এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা , বলে বিকার ছাড়া দুনিয়া চলবে কিভাবে ! এমন এমন যে কথা বলে তখন বোঝা উচিত যে এরা আমাদের সনাতন ধর্মের নয়। যেখানেও তোমরা ভাষণ দাও তো বলো ভগবানুওয়াচ , ভগবান বলেন কাম হল মহাশত্রু , সেই শত্রুকে হারিয়ে তোমরা জগৎজিত হবে। বোঝান হল খুবই সহজ। কিন্তু তবুও তারা বুঝতে পারেনা অথবা যারা বোঝাচ্ছে তাদের বুদ্ধি নেই। বাবা তো বোঝেন যে বাচ্চারা টাকায় পাঁচ আনাও মুশকিলে শিখেছে অথবা নিজেরা পূর্ণ যোগী রূপে পরিণত হয়নি তাই শক্তি কম রয়েছে । স্মরণ দ্বারা-ই শক্তির প্রাপ্তি হয় , বাবা হলেন সর্বশক্তিমান অথোরিটি কিনা। যোগে থাকলে শক্তিও প্রাপ্ত করবে। অনেক বাচ্চাদের যোগ হল খুব কম। সত্যিটা কেউ লেখেনা । স্মরণের চার্ট নোট করবে সেটাতেও মুশকিল । টিচাররাই চার্ট রাখেনা তো স্টুডেন্টরা রাখবে কিভাবে । অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা যোগে খুবই তীক্ষ্ণ । মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। যোগ শব্দটি হল শাস্ত্রের । মানুষ শুনেই কনফিউজ হয়ে যায়। বলে যোগ শেখাও। আরে যোগ কি শিখতে হয় নাকি । সকালে উঠে নিজে নিজেই স্মরণ করতে হয় , এরজন্য টিচারের কি দরকার আছে যে বসে শেখাবে সেইজন্য স্মরণ করো বলাটাই হল ঠিক। যোগ শেখার কথা নয়। এই অভ্যেস করা উচিত । বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় স্মরণ করা হল শ্রেষ্ঠ । ভক্তিও সকালে উঠেই করে । ইনিও তো বাবাকে স্মরণ করেন। স্মরণ কেন করে ? কেননা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। ভালাই ভক্তি মার্গে শিবকে স্মরণ করা হয় কিন্তু তারা এইকথা জানেনা যে ওঁনার কাছে প্রাপ্তি কি হয়। এইকথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন যে নিজের কল্যাণ করতে আমারে স্মরণ করো। স্মরণ করলেই শক্তি অনুভব করবে। শক্তি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। জ্ঞানের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হয়না। জ্ঞানের দ্বারা পদ প্রাপ্ত হয়। পতিত থেকে পবিত্র হওয়া যায় স্মরণের সাহায্যে । অনেক বাচ্চারা এই বিষয়েই ফেল করে। অনেক মহারথী বাচ্চারা মুশকিলে ৫ আনা স্মরণ করে। কেউ তো এক পয়সাও স্মরণ করেনা , এতেই পরিশ্রম বেশী লাগে। বোঝাতে শিখে যায় ঝট করে কিন্তু নৌকো তীরে আসবে যখন স্মরণে থাকবে। তখনই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে , তারপরেই পুণ্যাত্মা রূপে পরিণত হবে। বাবাকে ডাকা হয় - আপনি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করুন। পবিত্র তো অনেকেই হয় কিন্তু উচ্চ পদের অধিকার বর্সারূপে সে-ই পাবে যে ভালরীতি স্মরণে থাকবে। তোমাদের থেকেও বাঁধেলিদের (বন্ধনযুক্ত আত্মা) স্মরণ হল প্রখর । স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হতে পারে। তো যখন কেউ বলবে যে পবিত্র থাকা অসম্ভব কথা , তখন তার সঙ্গে আর কথা বলাই উচিত নয়। নির্বিকারী ভারত ছিল তখন সতোপ্রধান ছিল , কিন্তু ধনী সাহুকারদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টিকবেনা কেননা পরিশ্রম তো হল স্মরণে ।

বাবা বলেন - গৃহস্থে থেকে সম্বন্ধ গুলির হিসেব শেষ করো বা তোড় নেভাও স্মরণের দ্বারা । বাস্তবে নিয়ম কায়দা হল খুবই কঠিন । তোমরা জন্ম-জন্মান্তরের পাপাত্মাদের দান করে পাপাত্মা রূপে পরিণত হয়েছ। এখন তোমরা পাপাত্মাদের ধন দান করতে পারবেনা , কিন্তু দাদার বর্সা আছে তো দিতে হয় তাই বাবা বলেন প্রথমে সব লৌকিক দায় মিটিয়ে সমর্পিত হও। এমনও কোটিতে কেউ হতে পারে। খুব কঠিন লক্ষ্য । ফলো ফাদার করতে হবে। নষ্টোমোহা হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি যাওয়া নয় অনেক পরিশ্রম লাগে। বিশ্বের মালিক হওয়া ; খুবই বিশাল প্রাপ্তি । কল্প কল্প যারা বিশ্বের মালিক হয়েছে তারা-ই আবার হবে। ড্রামার রহস্য অল্পজনের বুদ্ধিতেই বসে। সাহুকার বা ধনীদের উঠতে খুব মুশকিল হয়। গরীবরা চট্ করে বলে - বাবা এই সবকিছু হল আপনার

তারপর তাদের সার্ভিসও করতে হয়। পবিত্র হতে স্মরণও প্রয়োজন হয়। নাহলে সাজা খেতে হয়। সাজা খেলে পদ কম হয়ে যাবে। সাজা খায় তারা যারা স্মরণ করেনা। জ্ঞান যতই থাকুক তাতে বিকর্মের বিনাশ হয়না। কর্মভোগের সাজা খেয়ে পদ প্রাপ্ত করা - সে কোনো বর্সা প্রাপ্তি নয়। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে বাবার আজ্ঞাকারী হতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু বাবার মহাবাক্য মাথায় তুলে রাখতে হবে। কৃষ্ণের আত্মাও এইসময় বর্সা প্রাপ্ত করছে। এই লক্ষ্মীনারায়ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি পুনরায় তাঁদের পড়াশোনা করিয়ে বর্সা প্রদান করি। তোমাদের মধ্যেও অনেকে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে কিনা । রয়্যাল পরিবারের চালচলন খুবই ধৈর্য সম্পন্ন হয় । গুপ্ত রূপে নেশা থাকে। বাবা কত সাধারণ থাকেন। জানেন যে আর অল্প সময় আছে। আমায় তো বিশ্ব মহারাজার পদ প্রাপ্ত হবে। ইনিও পতিত ছিলেন। ইনি তো হলেন বাবার রথ তাইতো এই সন্দলী অর্থাৎ কাঠের তখতে বসতে হয়। নাহলে বাবা (শিববাবা) কোথায় বসবেন । ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) তোমাদের মতন স্টুডেন্ট হলেন কিনা। পড়াশোনা করছেন। অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে চেনে না। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছে। বাবা বলেন আমার আজ্ঞা না শুনলে , ইন্সাল্ট করলে ধর্মরাজ সাজা দেবে। ডাইরেক্ট আমার এবং আমার বাচ্চাদের তুমি অবজ্ঞা করো। বাবার একজনই সিকীলাধা বাচ্চা রয়েছে । স্নেহ তো আছেই। এঁনার অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার ইন্সাল্ট করলে অনেক সাজা খেতে হবে। একটু বিপদ আসুক তারপরে দেখো কতজন পালায়। তোমরা সবাই পালিয়ে এসেছ , ইনি কোনোরকম জাদু করেননি । জাদুকর হলেন শিববাবা । অনেক আছে - যাদের এইটুকু ভাবনা নেই যে এঁনার মধ্যে শিববাবা আসেন। শিববাবার সামনে আমরা কিছু উল্টো কর্ম করলে বাবা বলবেন একেবারে অযোগ্য বাচ্চা । এঁনার মধ্যে ডবল আছে কিনা তাইতো টেলিগ্রামে লেখা থাকে - বাপদাদা । কিন্তু তবুও বাচ্চারা বোঝেনা বাপদাদা একত্রে থাকেন কিভাবে । বাবা , দাদার মারফত বর্সা প্রদান করেন। নিজে থেকেই কথা তোলা চাই। তোমরা জানো যে বাপদাদা হলেন কে ? ভালাই কেউ জিজ্ঞাসা করুক তোমরা বাপদাদা কাকে বলো ? বাপ-দাদা একজনের নাম হতে পারেনা। তো বাচ্চাদের যুক্তি সহকারে বোঝান উচিত । যখন তোমরা কাউকে বোঝাবে তখন তাদের বুদ্ধিতে বসবে যে শিববাবা দাদার দ্বারা বর্সা দিচ্ছেন । এখন বিনাশ তো হবেই । তার আগে রাজযোগ শেখাচ্ছেন , তোমরাও শেখো। অর্ধকল্প যে বাবাকে আহ্বান করেছ সেই বাবা এসেছেন নলেজ দিতে। তারা তবুও বলে যে বুঝবার সময় নেই। তাহলে বলা হবে তোমরা দেবীদেবতা ধর্মের নও। তোমাদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই। বাকি এখানে কেউ মাথা ইত্যাদি নোয়ানোর প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাসীদের চরণে মাথা নিশ্চয়ই নোয়াবে। এখানে সবকিছুই গুপ্ত রয়েছে কিনা । আগে ভবিষ্যতে অনেক প্রভাব দেখবে। সেইসময় অনেক ভিড় হবে। ভিড়ভাড়ে কত মানুষ মারা যায়। প্রধানমন্ত্রীর দর্শনে কত ভিড় অপেক্ষায় থাকে। এখানে কিভাবে গুপ্ত রূপে বসে রয়েছেন , বাচ্চাদের সঙ্গে । এখানে কাকে দেখবে ? এঁনার বিষয়ে তো বলা হয়েছে জহুরী ছিলেন। শাস্ত্রেও রয়েছে - ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা হয়েছে কিভাবে ? বাবা বলেন - আমি এঁনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবার দেহে) প্রবেশ করে রচনা করি। এইকথাও লেখা রয়েছে কিন্তু পাথরবুদ্ধি হয়েছে তাই বুঝতে পারেনা। বাবা এসে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করে ট্রান্সফার করেন। বাকি কোনো নতুন রচনা থোরাই করেন। এই হল পতিতদের পবিত্র করার যুক্তি। বিরাট রূপের চিত্র হওয়া উচিত । চিত্র বড় সাইজের হলে বোঝাতে সহজ হবে। পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি করা , কোনো সহজ কথা নয়। কেউ তো একেবারেই অবাক চোখে দেখে চলে যায়। প্রজা হলে কিছুতো বুঝবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ , সেই ব্রাহ্মণ হয় দেবতা , হাম সো অর্থাৎ আমরাই সেই- এর অর্থ বাবা কত সহজ করে বুঝিয়েছেন । তারা বলে আত্মা হল পরমাত্মা। ব্যস্ । এখানে তুমি জানো যে আমরা হলাম আত্মা । আমরা আত্মা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর আমরাই দেবতা , ক্ষত্রিয়

..... রূপে পরিণত হই। আমরা কত বর্ণে পরিবর্তিত হই । ৮৪-র চক্রে পরিক্রমা করি। বাকি যারা পরে আসে তাদের আন্দাজ কত জন্ম হবে ! হিসাব করতে পারো। চিত্র বাবার পছন্দের মতন তৈরী করা উচিত। দু - চারটে ভাল বাচ্চা থাকা দরকার যারা চিত্র তৈরী করতে সাহায্য করবে। বাবা খরচ করতে রাজি , ধনের হাঁড়ি বাবা নিজেই ভরিয়ে দেবেন । বাবা বলেন মুখ্য চিত্র ট্রান্সলাইটের হওয়া উচিত । মানুষ দেখে খুশী হবে। সমস্ত প্রদর্শনীতে এমনই চিত্র থাকা উচিত। কিন্তু বাচ্চাদের দাঁড় করাতে বাবাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

বাবার স্মরণ হল মুখ্য । স্মরণের সাহায্যেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র সৃষ্টির মালিক হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় নেই। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। চক্রকে স্মরণ করো । তোমার স্বভাব খুবই রয়্যাল হওয়া উচিত। চলতে চলতে কেউ লোভ , কেউ মোহের বশে বশীভূত হয়। কোনো বস্তুর প্রতি টান থাকলে , প্রাপ্তি না হলে রোগ ধরে যাবে। তাই সেইরকম কোনো অভ্যেস নিজের মধ্যে রাখবেনা । আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্তে ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :

১) নিজের কল্যাণ করতে হলে বাবার আজ্ঞা মানতে হবে। বাপদাদার অবজ্ঞা কখনও করা চলবেনা। কোনোরকম লোভ , মোহের অভ্যেস রাখবেনা ।

২) নিজের স্বভাব খুব রয়্যাল রাখবে। সকাল সকাল অমৃতেবলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যেস করতে হবে।

বরদান : এক বাবার ভালবাসায় মগ্ন বা লীন থেকে সর্বদা চড়তি কলা বা আরোহী কলার অনুভবকারী সফলতার প্রতিমূর্তি হও (ভব)।

স্লোগান : যোগী তুমি আত্মা(যোগী আত্মা) হল সে - যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট মাইট (প্রকাশ ও শক্তি) রূপে স্থিত থাকে।